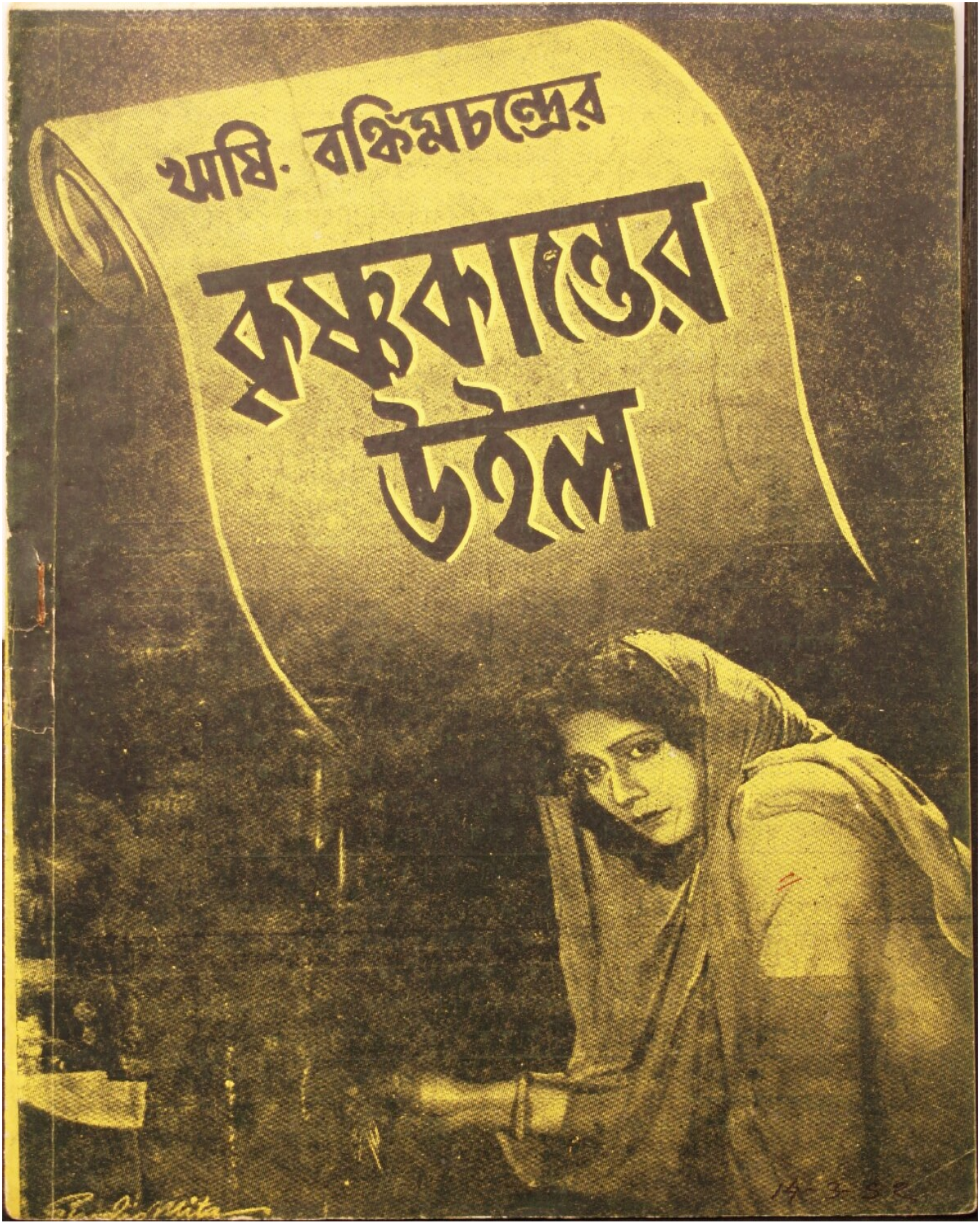

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের
কৃষ্ণকান্তের
উইল

সংহতি পিকচার্স লিঃ-এর দ্বিতীয় অর্ঘ্য

ঃ কৃষ্ণকান্তের উইল ঃ

পৃষ্ঠপোষক—**ধীরেন রায়** সর্ব্বাধিনায়ক—**ধীরেন ঘোষ**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **খগেন রায়**

গীতরচনা : গিরীণ চক্রবর্তী, শিশির সেন, রমেন চৌধুরী

সুরযোজনা : গিরীণ চক্রবর্তী

চিত্রগ্রহণ : কেষ্ট মুখোপাধ্যায়

তত্ত্বাবধান : জীবনকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দধারণ : বাণী দত্ত ব্যবস্থাপনা : গীতেন দে

সম্পাদনা : রবীন দাস রূপসজ্জা : যমুনাদাস

শিল্পনির্দেশ : কার্তিক বসু যন্ত্রশিল্প : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

চিত্রস্ফুটণ : বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিঃ

স্থিরচিত্রগ্রহণ : ষ্টিল ফোটো সার্ভিস

আর সি-এ শব্দযন্ত্রে ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত

চরিত্রচিত্রণে

সন্ধ্যারাণী, শিপ্রা দেবী, সন্ধ্যাদেবী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, রেবা দেবী, আরতি দাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ), পশুপতি কুণ্ডু, নবদ্বীপ হালদার, উমা, শান্তা, কমলা, ধীরেশ মজুমদার, জীবনকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, আর, ফ্রান্সিস্, গিরীণ চক্রবর্তী, ডাঃ বিভূতি বোস, শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতশঙ্কর, সুবল দত্ত, কালু দোবে, টুসি প্রভৃতি।

—: সহকারিগণ :—

পরিচালনায় : প্রবীর দেব, হিমেন নস্কর, অলক মুখোপাধ্যায়

সুরযোজনায় : বিধু চক্রবর্তী সম্পাদনায় : গোবর্ধন অধিকারী

চিত্রগ্রহণে : হৃষী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরা মল্লিক

শিল্পনির্দেশে : বেনারসী শর্ম্মা শব্দধারণে : তপন সিংহ, তপন সান্যাল

ব্যবস্থাপনায় : অধীর দে চিত্রাঙ্কণে : ডিগেন ষ্টুডিও

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : রায়বাহাদুর আশুতোষ গায়েন

একমাত্র পরিবেশক : **অজন্তা ডিষ্ট্রিবিউটার্স**

কৃষ্ণকান্তের উইল

(গল্পাংশ)

ঋষি বঙ্কিমের জীবনদর্শন "কৃষ্ণকান্তের উইল" বাঙ্গালীর অতি নিজস্ব, সুতরাং এই কাহিনী বিশদ বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। চিত্রাকারে সাহিত্যসম্রাটের এই অবিস্মরনীয় কাহিনীকে রূপায়িত করিতে যাইয়া আমরা মূল সুরটিকে ধ্বনিত করিবার চেষ্টা

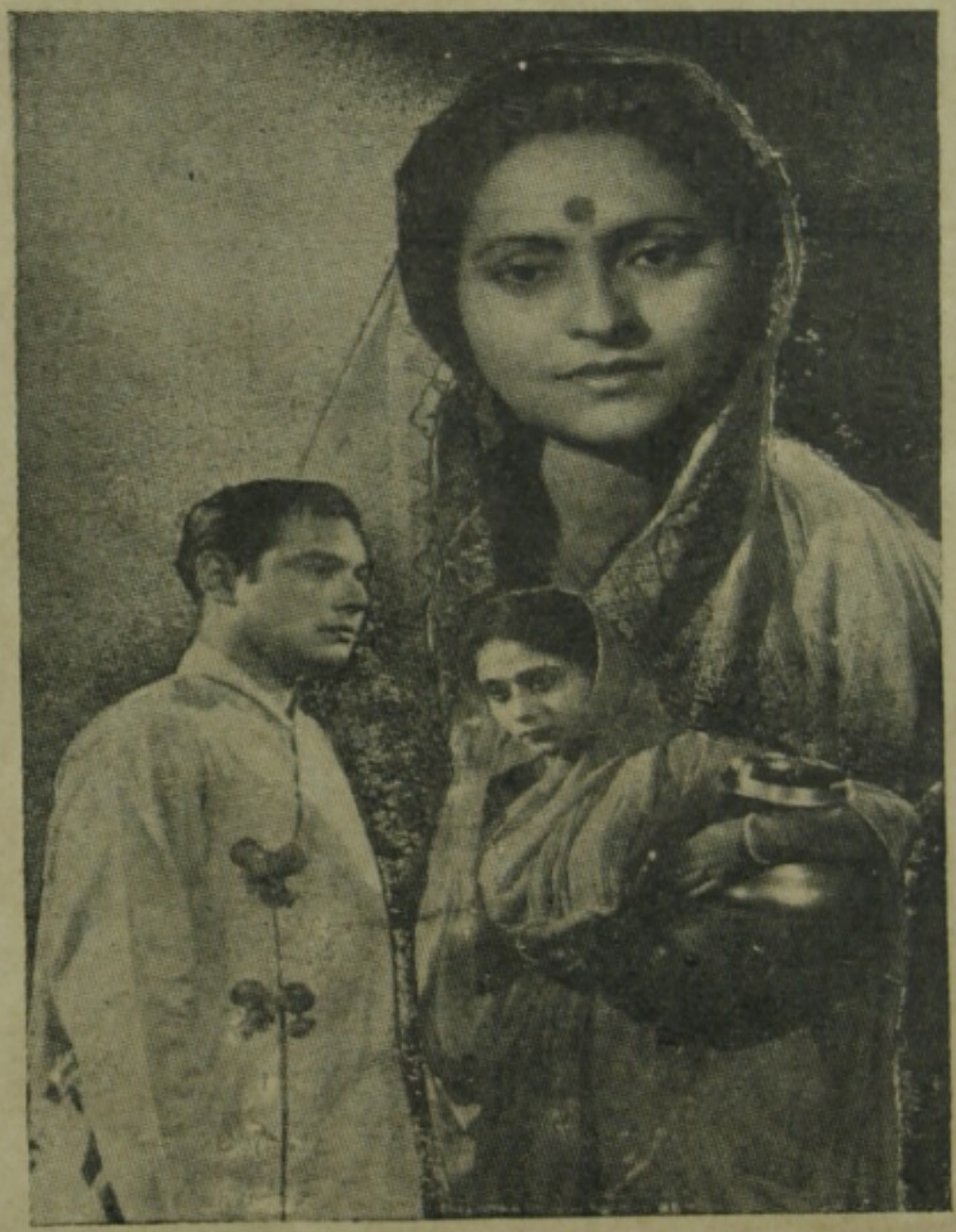

করিয়াছি—প্রতিপাদ্যকে টেক্‌নিকের নামে বা খাতিরে গুপ্ত থাকিতে দিই নাই।

মানুষের চা ও য়া-পা ও য়া র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি র আ দি ম প্র ভা ত হইতে শেষ গো ধূ লি প র্য্ য ন্ত জীবনকে সং হ ত, শান্ত হইতে দিবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

কেন দিবেনা বা দিলে কি হইত, এই প্রশ্ন আমাদের কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে অবান্তর। গোবিন্দলাল চিরন্তন যৌবন। যে ক্ষুধা

শাশ্বত, যে আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি হইতে পারেনা, যে তৃষ্ণা মিটিলে জীবনের সমস্যা বলিয়া বিশেষ কিছু থাকেনা, গোবিন্দলালের মধ্যে সুমহান গ্রন্থকার সে সমস্তই মূর্ত করিয়া তুলিয়া বাঙ্গালীর কাছে এই চরিত্রটিকে একাধারে একটি জীবন্ত প্রশ্ন ও উত্তর হিসাবে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। অতি সুন্দর ভাষায় সম্পত্তি পাওয়া-নেওয়া, দাবী-প্রতিদাবীর বহিরাবরণ দিয়া সাহিত্যসম্রাট এই জীবনতৃষ্ণার প্রতীক গোবিন্দলাল ও নারীচরিত্রের দুই অনুপম বিকাশ ভ্রমর-রোহিনীকে বর্ণিত করিয়াছেন। সে ভাষার শতাংশের একাংশের উপরও আমাদের অধিকার নাই। চিত্রে আমরা এই জীবনায়নকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

সংক্ষেপে কিছু বলিতে গেলে এইটুকু বলিতে হয় যে মহাধনবান কৃষ্ণকান্ত—হরিদ্রাগ্রামের প্রবলপরাক্রান্ত ভূস্বামী—উইলে ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে বিষয়ের অর্ধাংশ লিখিয়া দিয়াই সমস্ত অনর্থের সৃষ্টি করিলেন! কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠ সন্তান হরলালের ইহাতে বিষম আপত্তি, ফল পিতাপুত্রে বাদানুবাদ ও হরলালের জাল উইল প্রস্তুত কর'ইয়া পিতাঠাকুরকে জব্দ করিবার ষড়যন্ত্র। গ্রামের ব্রহ্মানন্দ ঘোষ উইল লেখায় পটু। সুতরাং হরলাল তাহাকে আসল উইল বদ্‌লাইয়া জাল উইল রাখিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ব্রহ্মানন্দের সাহসে কুলাইলনা. সুতরাং অনন্যোপায় হরলাল রোহিনীর কাছে গেল। রোহিনী সুন্দরী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রগল্‌ভা কিন্তু বালবিধবা। হরলাল তাহাকে বিবাহ করিবার লোভ দেখাইয়া এই দুষ্কার্য্যে রাজী করাইল। কিন্তু কার্য্যকালে সে বলিল ওটা বাজে কথা—"আমি যাই হই, আমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের ছেলে। যে চুরি করেছে, তাকে গৃহিণী করতে পারিনা।" রোহিনীর স্বর্গ একমুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। অবমানিতা, বঞ্চিতা রোহিনী বারুণীর ঘাটে যাইয়া দুঃখ করিতে বসিল। এই মানসিক পরিস্থিতিতে তার সঙ্গে গোবিন্দলালের দেখা। হৃদয়ের কোন্ নিভৃত কুঞ্জে সুপ্ত

কোকিল ডাকিয়া উঠিল কে জানে? পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলিল।

শ্রীমতী ভোম্‌রা দাসী গোবিন্দলালের স্ত্রী। উচ্ছল গিরিনদীর মত তার গতি ও মতি। সে প্রথম প্রথম কিছুই বুঝিলনা। কিন্তু বুঝিয়াছিলেন একজন। তিনি কৃষ্ণকান্ত রায়। ভ্রাতুষ্পুত্রের হাবভাব দেখিয়া তিনি মৃত্যুর ঠিক পূর্বে উইলে গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া সেই স্থানে শ্রীমতী ভ্রমরের নাম বসাইয়া দিলেন। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান আসিয়া গেল দুস্তর। গোবিন্দলালের অতঃপর গৃহত্যাগ, রোহিনীকে নিয়া নীড় রচনা ও তাহার পরিণতি

ততখানিই মর্মান্তিক, ভ্রমরের অপরাজিতা ফুলের মত শুকাইয়া ঝরিয়া পড়া যতখানি। "কৃষ্ণকান্তের উইল" দুঃখের মহাভারত। আমাদের চিত্ররূপ এই কারুণ্যকে অবহেলা করে নাই।

(১)

ভেসে যাই আমি মলয় দোলায়
সে কোন স্বপন দেশে।
কানে কানে কয় চাঁদ মায়াময়
চুপে চুপে মোরে এসে।
পাখী গাহে গান হরষ-আকুল,
মোর মনোশাখে আঁখি মেলে ফুল,
নাহি কোন কূল এ সুখ-সাগরে,
পুলকে পুলক মেশে।
কেমনে পোহাব জাগর-রজনী,
আবার ঘনায় রাতি,
জানি না কিছুই ওগো সুন্দর
তুমি মোর প্রিয়সাথী।
যাহা কিছু মোর আছে আপনার,
সঁপিব তোমারে হে চির-আমার
নয়নে আমার ও রূপ-মাধুরী
তোমারেই ভালবেসে ॥

—রমেন চৌধুরী

(২)

ছলনা দিয়ে কি রচিল এ ধরা নিষ্ঠুর ভগবান ?
কেন উচ্ছল এই জীবন-দুয়ারে মৃত্যুর অভিযান ?
সুনীল জলধি হ'ল কিরে মরু,
ফুলহারা হ'ল কুঞ্জের তরু ?
কণ্ঠ ভরিয়া যে গান ছিল গো, হ'ল তার অবসান।
আঁখির আকাশে শুধু বারিধার,
এই ভাঙ্গা বীণ্ বাজিবে না আর।
প্রথম দিনের রঙীন আবেশ,
মনের পরতে রেখে গেছে রেশ,
সেই স্মৃতি টুকু আগামী দিনের দেয় যদি সন্ধান ?

—শিশির সেন

(৩)

দখিণা বায়ে বাজবে আবার বাঁশী,
কানন পথের বাঁকে,
মুখর হবে বউ-কথা-কও পাখী
নূতন পাতার ফাঁকে।
আনন্দে উতরোলা, সমীরণ দিবে দোলা
দুলবে স্বপন দোদুল-দোলনা বাঁধি
কানন-তরুর শাখে।
আসবে আবার আসবে ফুলের দিন,
বনে বনে বাজবে খুসীর বীণ্।
আবার গাঁথা হবে মালা
আপনি ভরে উঠবে ডালা,
তারেই আবার নতুন করে পাবে,
ভাল লাগে যাকে
কানন পথের বাঁকে।

—গিরীণ চক্রবর্তী

(৪)

এস মন-উপবন ছায়ে নূপুর রুণুঝুনু পায়ে।
এস লীলাময় ললিত ত্রিভঙ্গ,
এস প্রেমময় প্রেমের তরঙ্গ,
এস মধুর বাঁশরী বাজায়ে।
ধূসর গগনে ফেল নীল ছায়া
তৃষিত ধরনী আনো মেঘমায়া।
আজি ত্রিলোক ঝুরিছে আঁধিয়ারে,
এস আলোময় ডাকি বারেবারে,
দাও এস-ঘোর তিমির ঘুচায়ে
এস আলোর বাঁশরী বাজায়ে।

—গিরীণ চক্রবর্তী

1952

সংহতি পিক্‌চার্স্ লিঃ-এর

তৃতীয় অর্ঘ্য

অগ্নিমন্ত্র

আসিতেছে।

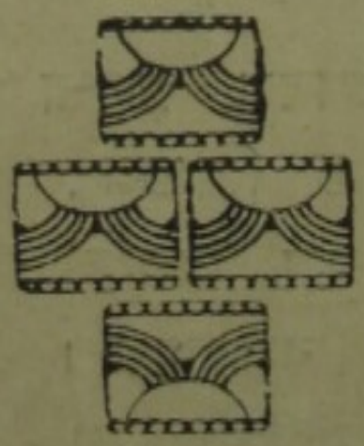

1952

Printed & Published—for Sanhati Pictures, Ltd.,
by Sri K. N. Roy, from City Printing Works,
7, Basanta Bose Road, Calcutta-26.